গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা/ কর্মশালার রেকর্ড নোটস্

প্রধান আলোচক: জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
সঞ্চালক : ড. উত্তম কুমার দাশ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
স্থান : জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষ, পটুয়াখালী।
তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সঞ্চালনায় বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলায় অংশীজনের সভা/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভা/কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও আওতাধীন কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তাবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শিক্ষক, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণসহ মোট ৮০ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই বিভাগীয় উপপরিচালক মিস নিলুফার বেগম অদ্যকার সভা/কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিত করেন। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী, তাঁর জেলার প্রাথমিক শিক্ষার কিছু কিছু বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সম্প্রতি যোগদান করায় এখনো অনেক কিছু বিষয়ে অবহিত হতে পারেননি মর্মে জানান তবে তিনি মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগতম মান উন্নয়নে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে জানান যে, সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়" পুস্তিকায় সরকারের যেসব নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার তাগীদ দেন। সেই সাথে পাওয়ার পয়েন্টে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যে সকল চর্চা সরকারিভাবে করা হচ্ছে তা অংশীজনের কাছে তুলে ধরেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি জনাব মো: আতাউর রহমান, বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে দপ্তর/ সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেনস্ চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অংশীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অংশীজনের বক্তব্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম:	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়নকারী
১	জনাব আনোয়ার হোসেন সম্পাদক, সাথী, পটুয়াখালী ও সভাপতি, পটুয়াখালী প্রেসক্লাব	তিনি তাঁর আলোচনায় বলেন, সকল বিদ্যালয়ে 'মিড ডে-মিল' দেয়া আবশ্যক। কারণ অনেক শিশুই বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে না ফলে তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না এবং বিদ্যালয় ছুটির অনেক আগেই চলে যায়। কিছু বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। তাঁর উপজেলার ৪০টি বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল নষ্ট। ** তিনি শিক্ষক পদায়নের সময় শিক্ষকগণকে বাসস্থানের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পদায়নের অনুরোধ জানান। এছাড়া SLIP এর অর্থ দিয়ে বর্তমানে বিদ্যালয়ের অনেক ছোটখাট সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে বিধায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।	এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: আসরাফুজ্জামান জানান, বিগত অর্থবছরগুলো ওয়াশব্লকের কাজ বিভিন্ন সমস্যার কারনে করা সম্ভব হয়নি। তিনি পটুয়াখালী যোগদান করার পর দ্রুততম সময়ে কাজগুলো সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী

২	জনাব মনিরুজ্জামান, সভাপতি, অনন্তপাড়া, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সভাপতি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, ক্যাচমেন্ট এলাকা বড় হওয়ায় শিশুদের এবং শিক্ষকদের দূর দূরান্তর থেকে আসতে প্রায়শঃ বিলম্ব হয়, অনেক সময় বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট/অনুপস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদি স্থানীয়ভাবে শিক্ষকদের পদায়ন করা যায় তবে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। এছাড়া ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকের সংকট রয়েছে। প্রায়শঃ বিদ্যালয়ে ওয়াসব্লক ও বেঞ্চ সংকট রয়েছে।	মহাপরিচালক মহোদয়, শিক্ষক সমন্বয় করে অথবা নিয়োগের সময়ে পদায়নের মাধ্যমে পদ পূরনের উদ্যোগ নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী কে নির্দেশনা দেন। এছাড়া ওয়াশব্লক ও ফার্নিচারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করা হলো।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী
৩	জনাব মো: মোতাহার হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, বাউফল, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকায় একাধিক বিদ্যালয় থাকলে যে বিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান ভাল সেখানে ছাত্র-ছাত্রী বেশি ভর্তি হয়। ফলে নিকটবর্তী অন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী কমে যায়। সে ক্ষেত্রে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করে সকল বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মানোন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে তিনি মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, শুধুমাত্র পরিদর্শন করে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে সম্ভব হয় না। সকল অংশীজন একত্রে কাজ করলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব বিধায় তিনি সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান।	উপজেলা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)
৪	এডভোকেট নুরুল ইসলাম, সভাপতি দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তিনি বিদ্যালয়গুলোতে অর্থবছরের শুরুতে বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান অর্থবছর শেষে বরাদ্দ প্রদান করা হলে ব্যয় যথাযথ হয় না। অনিয়ম বৃদ্ধি পায় এবং কাজ না করার প্রবণতা দেখা দেয়।	প্রতি বছর বরাদ্দ যথাসময়ে প্রদান করা হলেও ব্যয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা হয় না। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় সম্পন্ন করে সঠিকভাবে বিল ভাউচার সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রধান শিক্ষক/ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)
৫	জনাব মো: হারুনুর রশীদ, এসএমসি সভাপতি, গলাচিপা ডাকুয়া আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়ে ০১টি মাত্র ভবন রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ৩৫০ জন। জমি সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় বিল্ডিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিষয়টি দ্রুত নিষ্পন্নের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা দেন।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিষয়টি দ্রুত নিষ্পন্নের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা দেন।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী
৬	জনাব খালিদ শফিউল্লাহ জাবেদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হিজলা, বরিশাল	হিজলা উপজেলার ৯২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সংখ্যা মাত্র ০২ জন। চরাঞ্চলে এসএসসি পাস সদস্য না পাওয়ায় এডহক কমিটি গঠন করে কাজ চালানো হচ্ছে। ০২ জন মাত্র সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্মরত থাকায় তিনি সহকারী উপজেলা	বিষয়গুলো তুলে ধরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একটি প্রস্তাবনা দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার (হিজলা) ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী

		শিক্ষা অফিসার পদায়ন এবং এসএমসির নীতিমালা সংশোধনীর প্রস্তাব করেন।		
৭	জনাব শাহীনা পারভীন সীমা, চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), উপজেলা পরিষদ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, সকল বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতার জন্য একজন আয়া দ্রুত নিয়োগ হওয়া দরকার। এছাড়া বিভিন্ন দিবস উদযাপনে সরকারী বরাদ্দ অপ্রতুল। তিনি বরাদ্দ বৃদ্ধি ও একজন আয়া নিয়োগের অনুরোধ জানান।	বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৮	জনাব মো: নূরুল হক, সভাপতি, দশমিনা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়ে এখন পর্যাপ্ত অর্থ দেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষক সংকট রয়েছে। তিনি প্রতিটি বিদ্যারয়ে 'মিড ডে-মিল' চালুর বিষয়ে সরকারিভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন।	সরকারিভাবে বিগত বছরে প্রায় ৩৫০০০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বক্তব্যে জানান তাছাড়া আরও কিছু শিক্ষক নিয়োগ প্রকিয়াধীন আছে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৯	জনাব রেজভী আক্তার, অভিভাবক, দুমকি এ কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালী	তিনি জানান যে, শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ খোঁজ নেন। বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ল্যাব আছে, এতে শিশুরা খুব আনন্দ পায়। 'মিড ডে-মীল' চালু করা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে অনুরোধ জানান। প্রত্যেক ক্লাসে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শেখার সুযোগ পেত।	মহাপরিচালক মহোদয় উত্তরে জানান যে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। ধীরে ধীরে সকল বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাস চালু করা হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১০	জনাব আফরোজা বুলবুল, অভিভাবক, বাউফল নুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাউফল	তিনি জানান যে, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হওয়ার ১৫ দিন আগে জানি কিন্তু পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাঠামো পরিবর্তন হয়ে যায় বলে শিক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করতে পারে না। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান কারিকুলাম পরিবর্তন হওয়ায় মূল্যায়ন নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অল্প দিনের মধ্যেই ফেইস টু ফেইস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া বিদ্যালয় গুলোতে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে এবং মাল্টিমিডিয়ার মধ্যে শ্রেণি কার্যক্রম করা হচ্ছে।	ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি শিশুকে পরীক্ষাভীতি থেকে মুক্ত রেখে তাঁর স্বাভাবিক মেধার বিকাশ সাধন করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অংশীজনকে অবহিত করেন।	শিক্ষক ও কর্মকর্তা (সকল)
১১	জনাব মো: আশরাফুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, কলাপাড়াতে ইতোপূর্বে ওয়াশব্লক বিভিন্ন সমস্যার কারণে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। তিনি সম্প্রতি ১০ মাস আগে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। ৪০টি বিদ্যালয়ের নষ্ট টিউবওয়েল ইতোমধ্যে মেরামত প্রায় সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ১৬৩টি বিদ্যালয়ে এ বছরে টিউবওয়েল সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে অবহিত করেন। অবশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ওয়াশব্লকের তালিকা করা হয়েছে এবং কাজের মান খারাপ হলে সরাসরি অভিযোগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন।	সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করে জরুরীভিত্তিতে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, পটুয়াখালী

১২	জনাব মো: মোহসীন, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পটুয়াখালী	তিনি জানান যে, তাঁর দপ্তর থেকে ২/৩ কর্মদিবসের মধ্যে পেনশন ফাইল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অন্যান্য সুবিধাগুলো Ibas++ দেওয়াতে শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই।	সরকারি নির্দেশনা গুলো বাস্তবায়ন করা হলে সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১৩	জনাব আফরোজা ইয়াসমিন, প্রধান শিক্ষক, বাউফল দাসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাউফল, পটুয়াখালী	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়ের সকল অংশীজন বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তিনি সরকারি নির্দেশনা মোতবেক সকল কাজ সম্পন্ন করছেন।	বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সকল অংশীজনকে সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকতে হবে।	সকল অংশীজন

অংশীজনের সাথে মতবিনিময় কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করা ও স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করে শিখন-শেখানো নিশ্চিত করা।
২। বিদ্যালয়ের মাঠ এবং ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
৩। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
৪। শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি এগিয়ে নিতে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে শ্রেণি শিক্ষক/ পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা নিরাময়ের ব্যবস্থা করা।
৫। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণি কক্ষে প্রয়োগ এবং উপকরণ সমৃদ্ধ পাঠ উপস্থাপন এবং পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা।
৬। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেয়া।
৭। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।
৮। শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯। পাঠদান চলাকালে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা। প্রতি অধ্যায় পাঠদান শেষে মূল্যায়ন করা।
১০। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১১। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাদের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
১২। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক/মায়েদের সাথে আলোচনা করা ও প্রয়োজনে হোমভিজিট বৃদ্ধি করা।

১। মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, (সাধারণ প্রশাসন)
র‍্যাপোটিয়ার

২। মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন শাখা)
র‍্যাপোটিয়ার

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.১৮.০০৬.২২ (পার্ট-১)-৩৫

তারিখ: ১০ আশ্বিন, ১৪৩০ / ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে জাতীয় শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৪. বিভাগীয় উপপরিচালক, বরিশাল (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের অনুরোধ)।
৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী।
৬. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিইডিপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৮. অফিস কপি।

২৪/৯/২৩
মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন শাখা)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর